চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১০.০৯.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

দেশের উন্নয়নে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠানোর বিকল্প নেই : মেয়র ডা. শাহাদাত

দেশের উন্নয়নে বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠানোর বিকল্প নেই। আর বৈধপথে রেমিট্যান্স পাঠানোকে উৎসাহিত করাসহ হুন্ডি প্রতিরোধে সচেতনতা বৃদ্ধিতে মিডিয়া পালন করতে পারে ব্যাপক ভূমিকা। আন্তর্জাতিক ফিনটেক কোম্পানি ও রেমিট্যান্স অ্যাপ "না'লা'' (NALA) আয়োজিত এক মতবিনিময় সভায় সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এ কথা বলেন। বুধবার বন্দরনগরী চট্টগ্রামের লালখানবাজার এলাকার কপার চিমনি রেস্টুরেন্টে রেমিট্যান্স বৃদ্ধিতে মিডিয়ার ভূমিকা' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। এতে মূলপ্রবন্ধ পাঠ করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন না'লা (NALA) বাংলাদেশ-এর হেড অব গ্রোথ মাহমুদুল হাসান, এনটিভি র সিনিয়র রিপোর্টার আরিচ আহমেদ শাহ।প্রধান অতিথির বক্তব্যে মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, প্রবাসী আয়ের বড় একটি অংশ এখনো হুন্ডির মাধ্যমে দেশে আসছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। হুন্ডি ও দুর্নীতি রোধে সকলকে বৈধ পথে রেমিটেন্স পাঠাতে হবে।তিনি বলেন, আমরা দীর্ঘ ১৬-১৭ বছর ধরে অন্যায়, দুর্নীতি ও অসত্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছি। অনেকেই জীবন দিয়েছেন। এই অবস্থায় এসে যদি এখনো হুন্ডি ব্যবসায়ীরা আমাদের প্রবাসী আয়ের সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করে, তবে তা অত্যন্ত দুঃখজনক।মেয়র আরো বলেন, বিদেশে অবস্থানরত অনেক প্রবাসী শ্রমিক দ্রুত অর্থ প্রেরণের সুবিধার জন্য হুন্ডির পথ বেছে নেন। অথচ বৈধ পথে অর্থ পাঠালে সরকার থেকে অতিরিক্ত ইনসেন্টিভ মেলে, যা হুন্ডির চেয়ে লাভজনক। কিন্তু এ বিষয়টি যথাযথভাবে প্রবাসীদের বোঝানো যাচ্ছে না। এজন্য গণমাধ্যমকে আরও সক্রিয় ভূমিকা পালন করার আহ্বান করছি। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বিভিন্ন দেশে প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক কাজ করছেন। কিন্তু দিন দিন বাংলাদেশি শ্রমিকের সংখ্যা কমছে, আর শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান ও ভারতের শ্রমিকরা তাদের জায়গা দখল করছে। আমাদের দূতাবাস ও হাইকমিশনগুলো যদি শ্রমিকদের সমস্যাগুলো ঠিকভাবে খতিয়ে দেখত, তবে রেমিটেন্স প্রবাহ কমত না।তিনি আরও বলেন, দক্ষ জনশক্তি গড়ে তুলতে দেশে ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার বৃদ্ধি করতে হবে। বিশেষ করে নার্সিং ও হেলথকেয়ার সেক্টরে বিপুল চাহিদা রয়েছে। আন্তর্জাতিক মানের প্রশিক্ষণ দিয়ে নার্স ও হেলথকেয়ার অ্যাসিস্ট্যান্ট তৈরি করা গেলে কানাডাসহ উন্নত দেশে তাদের সহজে কর্মসংস্থানের সুযোগ হবে।পরিশেষে বলেন, রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধির জন্য শুধু অর্থনৈতিক উদ্যোগ নয়, নৈতিক শিক্ষা ও মূল্যবোধও জরুরি। রাষ্ট্রীয়ভাবে হুন্ডি ব্যবসায়ীদের চিহ্নিত করে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসাথে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে আরও গতিশীল ও সক্রিয় হতে হবে। তাহলেই দেশ অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হবে।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে না'লা (NALA) বাংলাদেশ-এর হেড অব গ্রোথ মাহমুদুল হাসান বলেন, মিডিয়া হলো জনসচেতনতা সৃষ্টির অন্যতম প্রধান হাতিয়ার। বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠালে শুধু প্রবাসীর পরিবারই নয়, গোটা দেশ উপকৃত হয়। ব্যাংকিং চ্যানেল বা অনুমোদিত মানি ট্রান্সফার সার্ভিস ব্যবহার করলে নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়, দ্রুত অর্থ পৌঁছে যায় এবং খরচও কম হয়। সাংবাদিকরা এই বার্তাগুলো মানুষের কাছে খুব সহজেই পৌঁছে দিতে পারে। বিভিন্ন প্রচারণা, সফলতার গল্প এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে মানুষকে বৈধ পথে রেমিট্যান্স পাঠাতে উদ্বুদ্ধ করলে মূলত দেশেরই লাভ। মূলপ্রবন্ধে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন, বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলো প্রবাসীদের পাঠানো রেমিট্যান্স। প্রতিবছর কোটি কোটি ডলার দেশের অর্থনীতিতে যুক্ত হয় এই রেমিট্যান্সের মাধ্যমে। এটি দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি পরিবার ও সমাজের আর্থসামাজিক উন্নয়নেও বিশেষ ভূমিকা রাখে। তবে এ প্রবাহ বাড়াতে প্রবাসীদের সচেতনতা, আস্থা এবং ইতিবাচক আচরণ গড়ে তোলা জরুরি। আর এখানেই মিডিয়ার ভূমিকাই হয়ে ওঠে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।"না'লা"র পক্ষ থেকে জানানো হয়, বর্তমানে না'লা অ্যাপ ব্যবহার করে প্রবাসীরা যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ইউরোপের বিভিন্ন দেশ মিলিয়ে মোট ২১টি দেশ থেকে বাংলাদেশে টাকা পাঠাতে পারেন। ২০২১ সালে চালু হওয়া অ্যাপটির ব্যবহারকারীর সংখ্যা বর্তমানে ৫ লাখেরও বেশি। মতবিনিময় সভায় বিভিন্ন মিডিয়ার প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

নগরীর কোচিং সেন্টারগুলো নীতিমালার আওতায় আনতে হবে : মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে কোচিং সেন্টারগুলোর অনুমতিবিহীন পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ও সাইনবোর্ডের কারণে নগরীর সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। যেহেতু কোচিং সেন্টারগুলো একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসা খাত, তাই এটি অবশ্যই নৈতিকতা ও নীতিমালার আওতায় আসতে হবে। এজন্য প্রতিটি কোচিং সেন্টারের ট্রেড লাইসেন্স করা বাধ্যতামূলক। বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৩টায় টাইগারপাসস্থ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের

কার্যালয়ে চট্টগ্রাম মহানগরীর সৌন্দর্য ও পরিবেশ রক্ষার্থে নগর জুড়ে বেআইনি পোস্টার, ব্যানার, সাইনবোর্ডসহ বিভিন্ন ধরণের ভিজ্যুয়াল দূষণ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আয়োজিত মতবিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন এসব কথা বলেন।

মেয়র ডা. শাহাদাত বলেন, শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখতে হলে সবাইকে নিয়ম-কানুন মানতে হবে। বর্তমানে প্রায় ৪০০ কোচিং সেন্টার রয়েছে তার মধ্যে মাত্র ১২০টির ট্রেড লাইসেন্স রয়েছে। বাকি প্রতিষ্ঠানগুলোকে দ্রুত লাইসেন্সের আওতায় আনতে হবে। কোচিং সেন্টারগুলো ব্যবসায়ীক প্রতিষ্ঠান যেহেতু তারা ছাত্রদের থেকে ফি আদায় করে। এজন্য প্রতিটি কোচিং সেন্টারের ট্রেড লাইসেন্স করা আবশ্যক।তিনি আরও বলেন, আমরা চাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমৃদ্ধ চকবাজার জোনটিকে একটি ক্লিন, গ্রিন ও হেলদি জোনে রূপান্তর করতে। তাই যত্রতত্র ব্যানার-পোস্টার বন্ধ করতে হবে। এর পরিবর্তে আমরা ডিজিটাল বোর্ড বা এলইডি স্ক্রিনে নিয়ম অনুযায়ী বিজ্ঞাপন প্রচারের ব্যবস্থা করব। এতে শহরের সৌন্দর্য নষ্ট হবে না, একই সঙ্গে ব্যবসায়ীরাও নিয়ম মেনে বিজ্ঞাপন দিতে পারবেন।মেয়র বলেন, “সিটি কর্পোরেশন একা কিছু করতে পারবে না। নাগরিকদের সার্বিক সহযোগিতা ছাড়া নগর পরিচ্ছন্ন রাখা সম্ভব নয়। আমরা নিজেদের রাজস্ব থেকে রাস্তা মেরামত, নালা-খাল পরিষ্কার ও জলাবদ্ধতা নিরসনের কাজ করছি। তাই সবাইকেই দায়িত্বশীল হতে হবে। যারা এখনো ট্রেড লাইসেন্স করেননি, তারা দ্রুত লাইসেন্স গ্রহণ করবেন এবং যাদের লাইসেন্স নবায়ন হয়নি তারা নবায়ন করবেন।সভায় চসিকের রাজস্ব বিভাগের কর্মকর্তারা রাজস্বের প্রসঙ্গে বলেন, চট্টগ্রামে প্রায় ৪০০ কোচিং সেন্টার রয়েছে। কিন্তু মাত্র ১২০টির ট্রেড লাইসেন্স আছে, বাকিগুলো লাইসেন্স ছাড়াই চলছে। কিছু প্রতিষ্ঠান ট্রেড লাইসেন্স করার পর আর রিনিউ করছেনা। আবার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান অনুমতি ছাড়া ব্যানার-পোস্টার লাগাচ্ছেন এবং এগুলো অপসারণ করছেনা। এতে রাজস্ব ক্ষতি হওয়ার পাশাপাশি নগরের সৌন্দর্য নষ্ট হচ্ছে। এছাড়া চট্টগ্রাম শহরে কোচিং সেন্টারগুলো অন্তত ৮০ ভাগ বিজ্ঞাপন-লিফলেট প্রচারের ক্ষেত্রে সিটি কর্পোরেশন থেকে অনুমতি নিচ্ছেনা। নিয়ম মেনে আনুমানিক ২০ ভাগ বিজ্ঞাপন কর্পোরেশনের কাছ থেকে অনুমোদন নেয়। ফলে বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারাচ্ছে সিটি কর্পোরেশন। শত শত প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অনিয়ম করছে যা নিরোধে প্রয়োজন সচেতনতা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা।তারা আরও বলেন, অনুমতিহীন, অবৈধ কোচিং সেন্টারগুলো যত্রতত্র বিজ্ঞাপন, পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন মাধ্যমে পরিবেশ দূষণ করছে। একটি ব্যানার বা সাইনবোর্ডের জন্য মাত্র এক-দুই হাজার টাকার কর প্রদানই যথেষ্ট। অথচ অনেক প্রতিষ্ঠান তা পরিশোধ করে না। অথচ এই অর্থ দিয়েই সিটি কর্পোরেশন শহরকে পরিচ্ছন্ন ও সবুজ রাখতে কাজ করে। শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও সুন্দর রাখতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। নাগরিকদের অংশগ্রহণ ছাড়া কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়।এসময় উপস্থিত ছিলেন প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা সরোয়ার কামাল, রাজস্ব কর্মকর্তা মো. সাব্বির রহমান সানি, চট্টগ্রাম কোচিং এসোসিয়েশনের সভাপতি আবু তাহের, সাধারণ সম্পাদক আবদুর রউফ সোহেল, নগরীর বিভিন্ন কোচিং সেন্টারের প্রতিনিধিবৃন্দ ও গণমাধ্যম কর্মীবৃন্দ।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮